১৩-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি!
"বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় নতুন রক্ত । খুব আনন্দ ও উৎসাহের সাথে তোমাদের ভাষণ করা উচিত আর এই নেশা যেন থাকে যে স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- তোমাদের নিজেদের মূল লক্ষ্যের নেশা যাতে স্থায়ী হয়, তার জন্য কোন্ যুক্তি গ্রহন করবে ?

উত্তর :- তোমরা তোমাদের রাজত্বের পাসপোর্ট (প্রবেশের ছাড়-পত্র) বের করে রাখো। যার নীচের দিকে সাধারণ চিত্র, উপরে রাজ-পোশাকে সুসজ্জিত তোমরা আর তারও উপরে আছেন শিববাবা। তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের স্মৃতি সহজ হবে। যে যার নিজের নিজের পকেটে তা রাখো। যদি কখনও মায়ার তুফান আসে, তখনই তা মনে পড়বে যে, এমনটা হলে আমার এই পাসপোর্ট তো বাতিল হয়ে যাবে। তখন তো আর স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া যাবে না।

গীত :- রাত কে রাহী থক্ মাত্ জানা - সুবহ্ কী মঞ্জিল্ দূর নেহী।
(রাতের পথিক তোমাদের থেমে গেলে চলবে না, নতুন ভোরের আলো যে কাছেই)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা অবশ্যই এই গীতের অর্থ বুঝেছো। ভক্তি-মার্গের এই ঘোর অন্ধকারের রাত এখন পুরো হয়েছে। বাচ্চারা জানে যে, যা অতীত হয়ে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। এখানে আসার কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মনুষ্য থেকে দেবতা হবার জন্য। যেমন, সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, তুমি যদি নিজেকে মোষ ভাবো, তবে তুমি তেমনই হয়ে যাবে । ওটা হল ভক্তি-মার্গের দৃষ্টান্ত। যেমন এটাও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, রাম বানর সেনার সাহায্যে রাবণের কাছ থেকে ভারতকে উদ্ধার করেছে। তোমরা এখানে বসে জ্ঞান সঞ্চয় করে জানতে পারো, আমরাই দ্বি-মুকুটধারী দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছি। যেমন স্কুলে পড়ার সময় বলে থাকো, পড়াশুনা করে আমি ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। কিন্তু এই পাঠের দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছো – তা তোমরা জানো। বর্তমানের এই শরীর ত্যাগ করলেই, আগামীতে আমার মাথায় মুকুট শোভা পাবে। বর্তমানের এই দুনিয়া খুবই নোংরা, ছিঃ, ছিঃ, দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আগামী নতুন দুনিয়া হবে খুবই সুন্দর উন্নত দুনিয়া। আর বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া একেবারেই নিম্ন-স্তরের দুনিয়া। তাই এই দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে। আমাদেরকে নতুন বিশ্বের মালিক বানাবার কারিগর অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতা নিজেই হবেন। যেহেতু অন্য আর কেউ সেই পাঠ পড়াতেই পারে না। শিববাবা স্বয়ং আমাদেরকে সেই পাঠের দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। সে কারনেই বাবা বোঝান যে, আত্ম-অভিমানী হও। এই আত্ম-অভিমানী হওয়াটাই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। পুরোপুরি আত্ম-অভিমানী হতে পারলে, আর কিছুই লাগে না। ব্রাহ্মণ তো তোমরা হয়েই আছো। এটাও নিশ্চয় আছে যে, তোমরাই দেবী-দেবতা হবে। তাই তো এই নেশা থাকে-- আমি এরকম হবো। যা কিনা আগে এই কলিযুগের নরকে পতিত অবস্থায় ছিলাম। অসুর আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য তো প্রচুর। দেবতারা কত পবিত্র হয়। কিন্তু কলিযুগে এখানে মানুষ কত পতিত। যদিও চেহারায় তারা মানুষ কিন্তু তাদের চাল-চলন, স্বভাব-সংস্কার দেখো কেমন! যে দেবতাদের পুজারী, সে নিজেই দেবতাদের সামনে দাঁড়িয়ে দেবতাদের মহিমার গুন-কীর্তন করে। বলে—আপনি সর্বগুন-সম্পন্ন ..... আমার তো কোনও গুনই নেই । তোমরা পরিবর্তিত হয়ে দেবতা হবে। যারা কৃষ্ণের পূজা করে, তাদের লক্ষ্য থাকে কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার । কিন্তু তাদের এটাই জানা নেই যে, তারা যাবে কবে। তারা শুধু এই ভাবে যে, ভক্তি করলে একদিন না একদিন ভগবান এসে তার ফল তো দেবেই। ভক্তির ফল সদ্গতি। আর এ তো হল জ্ঞানের পাঠ। পাঠের শুরুতেই এই নিশ্চয়তা দরকার যে, আমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন কে। যিনি শ্রী শ্রী ..... । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সেই বাবা-ই আমাদেরকে তাঁর শ্রীমত জানাচ্ছেন। যে তা জানে না, সে আর কি ভাবেই বা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। আজকাল যে সব মত প্রচলিত আছে, তা তো একে অপরকে কেবল ভ্রষ্টই বানাবার মত দিতে পারে। ভ্রষ্ট মতের অর্থ আসুরী মত। কত অজস্র ব্রাহ্মণ, যারা শ্রী শ্রী শিববাবার শ্রীমত অনুসারে চলছে। পরমাত্মার মত অনুসারে চললেই যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। যার ভাগ্যে সেই প্রাপ্তি আছে, কেবলমাত্র তারই

বুদ্ধিতে সে বোধ আসবে। তা না হলে, কোনও কিছুই বোধগম্য হবে না। আর পরে যখন তা বুঝতে পারবে, তখন সে নিজেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। অনেকে তো এটাই জানে না যে ইনি কে, এই কারণেই বাবা (ব্রহ্মা) সবার সাথে দেখা করেন না। তারা তো তাদের মতন করে, আসুরী মতের কথাই বলবে। যদিও তারা বর্তমানের মানব মতের অনুসারেই চলছে। কিন্তু, শ্রীমত বিষয়টা কি, তা না জানার ফলে, ব্রহ্মা-বাবাকেই তারা তাদের মত বোঝাতে শুরু করে দেয়। শিববাবা ধরায় অবতরণ করেছেন, তোমাদেরকে শ্রেষ্ট বানাবার লক্ষ্যে। বাচ্চারাও এখন বাবাকে বলছে, "বাবা ৫-হাজার বছর পূর্বের মতন আমরা আবার আপনার সাথে মিলিত হয়েছি।" কিন্তু যাদের স্মৃতিতে তা নেই, তারা সেই প্রতিক্রিয়া জানাবেই বা কি ভাবে। তাই তো বাচ্চাদের মধ্যে এই পাঠ গ্রহনের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা উচিত। যেহেতু এটা অনেক উন্নত-মার্গের পঠন-পাঠন। কিন্তু মায়া এর ঘোর বিরোধী। তোমাদের তো ধারণা হয়েছে, তোমরা সেই পাঠেই রত - যার দ্বারা তোমরা দ্বি-মুকুটধারী রাজ্য-অধিকারীতে পরিণত হও। ভবিষ্যতে জন্ম-জন্মান্তর ধরে দ্বি-মুকুটধারীই হবে। তাই তো সেই লক্ষ্যে সেই অনুসারেই পুরুষার্থ করা উচিত - যা কেবল রাজ-যোগের দ্বারাই হতে পারে। সত্যি, কি আশ্চর্যের ব্যাপার! বাবা তো বার বার বলে থাকেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তোমরা পুজারীকেও তা বোঝাতে পারো। ওনার কাছে জানতে চাইবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের এত উঁচু-পদ প্রাপ্তি ঘটলো কি কারণে ? কিভাবে ওনারা বিশ্বের মালিকে পরিণত হয়েছেন ? এই রকম ভাবেই বোঝাতে পারলে তাতে পুজারীরও কল্যাণ হবে। তোমরাই বরং বলতে পারো, দেখো আমরাই তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিভাবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজত্ব পেয়েছিল। গীতাতে তো 'ভগবানুবাচ' রয়েছে—আমিই (শিব) তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাধিরাজ বানাই। সেখানে বাচ্চাদের কতই না নেশা থাকা উচিত যে আমরা উন্নত পদের অধিকারী হব। তাই সাথে তোমাদের নিজেদের চিত্রের সাথে সাথে তোমাদের প্রাপ্ত পদের চিত্রও একসাথেই দেখাও। নীচের দিকে তোমাদের বর্তমান চিত্র আর উপরে তোমাদের প্রাপ্ত আগামী যুগের রাজ্য-অধিকারীর চিত্র। তার জন্য বিশেষ খরচও হয় না। রাজার পোশাক তো সহজেই বানানো যায়। আর সেটা যদি নিজের নজরের সামনে রাখা যায়, তবে তা বার বার স্মরণে আসতে থাকবে। মনে হবে আমি তো এমনই দেবতা হতে যাচ্ছি। চিত্রের উপরে শিববাবাকে রাখবে। এইভাবেই চিত্র বানাতে হবে যে, আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হতে যাচ্ছি। আমাদের এই শরীর ত্যাগ হলেই, পরবর্তীতে দেবতা শরীর প্রাপ্ত হবে - যেহেতু এখন আমরা সেই রাজযোগ-ই শিখছি। সেই কারণেই এই ফটো সহায়ক হবে। একেবারে উপরে শিব, তারপর আগামী রাজ্য-অধিকারীর চিত্র, আর নীচে তোমাদের বর্তমানের সাধারণ চিত্র। শিববাবার থেকে এই রাজযোগ শিখে তোমরা দ্বিমুকুটধারী দেবতা হতে যাচ্ছ - এমন চিত্র দেখে কেউ জানতে চাইলে তাকে তোমরা বলতে পারবে যে, এই রাজযোগ স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে শেখাচ্ছেন। আর তোমাদের তো এই চিত্র দেখলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বেই। দোকানেও তা টাঙিয়ে রাখতে পারো। যেমন ব্রহ্মাবাবা যখন ভক্তি-মার্গে ছিলেন, তখন তিনি নারায়ণের চিত্র টাঙিয়ে রাখতেন। নিজের পকেটেও তা রাখতেন। তোমরাও যদি তোমাদের পকেটে নিজেদের রাজ্য-অধিকারীর ফটো রাখো তো তোমাদের স্মরণে থাকবে যে, আগামীতে তোমরাও দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছো। এরকমই নানাভাবে বাবাকে স্মরণ করার উপায় বের করবে। বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে গেলেই পতন হতে থাকে। বিকারের কারণে পতন হলে তো বড়ই লজ্জার বিষয় আর মনে হবে যে, আমার তো আর দেবতা হওয়া হল না। তখন তো হৃদয়-যন্ত্রনা শুরু হয়ে যাবে, এবার তবে কি করে দেবতা হওয়া যাবে- এই ভেবে। বাবা তাই জানান, যারা বিকারে চলে যায়, তাদের ছবি সেখান থেকে বাদ দিয়ে দাও। তাদেরকে জানিয়ে দাও -তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত নও। তোমাদের স্বর্গের পাশপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে। তখন সে নিজেই তা অনুধাবন করতে পারবে - ভাববে আমার দোষেই আমার এই পতন। এখন আর কি করেই বা সেই পবিত্র স্বর্গ-রাজ্যে যাবো। বাবা যেমন নারদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। নারদ যখন লক্ষ্মীকে বরণ(বিবাহ করতে চেয়েছিলেন) করতে চেয়েছিলেন, তখন তাকে বলা হয়েছিল, আগে সে তার নিজের চেহারা তো দেখুক, লক্ষ্মীর যোগ্য সে হতে পারে কিনা ? নারদ যখন নিজের চেহারা দেখলো, তখন বুঝলো যে তাকে বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে, তেমনি মানুষেরও লজ্জা আসবে যে-- আমার মধ্যে তো বিকার আছে, তবে কি ভাবেই বা শ্রীলক্ষ্মীকে বা শ্রীনারায়ণকে বরণ করতে পারবো ! বাবা তো অনেক রকমের যুক্তি বলে দেন । কেউ তাতে বিশ্বাস রাখে তবেই না ! যদি কারও মনে বিকারের মত্ততা আসে, তখন সে অবশ্যই ভাববে, নিয়মের হিসেব অনুযায়ী আমি আর কি ভাবেই বা রাজাধিরাজ দ্বি-মুকুটধারী হতে পরবো। তাই পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এরকম কিছু সুন্দর যুক্তির কথা ভাবো, আর তা অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকো। রাজযোগের দ্বারা এই নতুন স্থাপনা হচ্ছে। এদিকে মহা-বিনাশ যে দোড়গোড়ায়। দিন-প্রতিদিন ঝড়-তুফানের গতিবেগও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বোম্ ইত্যাদিও প্রচুর পরিমানে তৈরী হচ্ছে।

তোমরা বাচ্চারা এই পঠন-পাঠন করছ উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তোমরা একবারই পতিত থেকে পবিত্র হয়ে থাকো। মানুষ আদৌ বোঝে না যে,

কেন তারা আজ নরক বাসী, কেননা তারা যে পাথরের মতন জড়-বুদ্ধির (নির্বুদ্ধিতা)। এখন তোমরা সেই জড়-বুদ্ধি থেকে পরশ-পাথরের মতন বুদ্ধিদীপ্ত হচ্ছ। যার ভাগ্যে আছে, সে মূহুর্তেই তা বুঝে যাবে। তা না হলে তো যতই বোঝাও, হাজার মাথা ঠোঁকো - তাদের বুদ্ধিতে তা ঢুকবেই না। তারা তো তাদের পার-লৌকিক বাবাকেই জানে না, নাস্তিক অর্থাৎ নির্ধন বা অনাথ । শিববাবার সন্তান হলে তো ধনবান হওয়া উচিত । এখানে যাদের জ্ঞান রয়েছে, তারা তাদের সন্তানদের বিকার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে যাবে। আর অজ্ঞানী নিজেদের মতোই তাদের সন্তানদেরও সেই বিকারের জালে জড়িয়ে দেয়। তোমরা তো জানোই, এখানে বিকার থেকে মুক্ত করানো হয়। কন্যাদের তো সর্বাগ্রে বাঁচানো উচিত। মা-বাবা তো নিজেরাই বিকারের বশে কত ধাক্কা খেতে থাকে। যেখানে তোমরা জানো, বর্তমান দুনিয়াটা ভ্রষ্টাচারীর দুনিয়া শ্রেষ্টাচারী দুনিয়া তো সবাই চায়, কিন্তু তা বানাবে কে ? "ভগবানুবাচ--" "আমি এইসব সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার করি।" গীতাতেও লেখা আছে, ভগবানকেই সকলকে উদ্ধার করতে হয়। এক এবং একমাত্র ভগবান সকলের পিতা এসে সবাইকে উদ্ধার করেন। এক্ষণেই যদি সবাই তা জানতে পারে যে, প্রতি গীতার ভগবান হলেন শিব, তবে না জানি কত কি শুরু হয়ে যাবে! যদিও তার এখনও অল্প সময়ই বাকী আছে। না হলে সবাই একত্রিত হলে তো সব কিছুই হৈ-হট্টগোলে নড়বড়ে হয়ে যাবে। যেমনটি বসার আসন নড়তে থাকলে হয়ে থাকে। যুদ্ধ বাঁধলে যেমন বোঝা যায় যে, সিংহাসন নড়ছে, এই হয়ত সিংহাসন চ্যুত হল বলে। আর এক্ষেত্রে তো আরও বেশী সোরগোল বেঁধে যাবে। আগামীতে অবশ্য এমনটাই ঘটবে। ভাষণ করার সময় তোমরা এই কথা-গুলোও বোঝাতে পারো। যারা ভাল সংস্কৃত ভাষা জানো, তারা শ্লোকের বিশ্লেষণ করে শোনাতে পারো। যিনি পতিত-পাবন সকলের সদ্গতিদাতা তিনি স্বয়ং এসব বলছেন, চিরাচরিত প্রথা অনুসারেই উনি ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে স্থাপনা কার্য শুরু করেন। সবারই সদ্গতি অর্থাৎ উদ্ধার করেন। ভাষণ করার সময় খুব আনন্দ সহকারে তা করা উচিত। কন্যাদের তো এখন গডলি নিউ ব্লাড, তারাই জ্ঞানের-ঢিলে ঘায়েল করতে পারে। যেমন ছাত্রদের নবীন-রক্ত থাকে, তারা খুব সোরগোল বাঁধিয়ে দিতে পারে । পাথর ছুড়তেও তারা সিদ্ধহস্ত । এখন তোমাদেরও হল নবীন-রক্ত । তোমরা জান যে তারা কত ক্ষতি করছে। , তোমাদেরও হল এখন ঈশ্বরীয় নবীন-রক্ত। তোমরা এখন পুরোনো থেকে নতুন হতে যাচ্ছ। তোমাদের আত্মাও যা পুরোনো লৌহ-দুনিয়ার মতন হয়ে আছে- সেটাই আবার নব সুবর্ণ যুগে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। অতএব তোমাদের তো খুবই উদ্যম-উৎসাহ আসা উচিত। এই উদ্দীপনা বজায় রাখা উচিত। নিজেদের কুল-মার্যাদাকে উন্নত করতেই হবে। বলাও হয়ে থাকে, 'গুরু মাতা'। মাতা গুরু কখন হয়, তাও তোমরা জান। গুরুর রমরমা এখনই হয়। শিববাবা এসে মাতাদের উপর জ্ঞানের অমৃত কলস রাখেন। এই ভাবেই সূচনা হয়। সেন্টার-গুলিতেও ব্রাহ্মণীদের চাহিদা বেশী। বাবা বলেন নিজেরাই চালাও। তোমরা বলো যে না বাবা আমাদের ততো সাহস নেই, মাতাদের চাই । এও ঠিক যে সম্মান অবশ্যই দেয় । আজকাল তো সব ওপর-ওপর মান-সম্মান দেয় । যার কোনও স্থায়িত্বই নেই। কিন্তু এই সময় তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য লাভ হতে চলেছে। বাবা তোমাদেরকে কত ভাবে বোঝাচ্ছেন। নিজেকে সর্বদা হাসি-খুশী রাখার জন্য বাবা কত প্রকারের সুন্দর সুন্দর যুক্তি বলে দেন। শুভ ভাবনা রাখা উচিত। আঃ হাঃ আমরাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের হতে চলেছি । যদি কারও ভাগ্যে তা নাই থাকে তো কী আর করবে ! বাবা তো তারও পদ্ধতিও বলে দেন। চেষ্টা কখনও বিফলে যায় না। তা সর্বদাই সফল হয়। রাজধানী তো স্থাপন হয়ে যাবে, বিনাশও মহা-ভারতের মহা-যুদ্ধ (বিশ্বযুদ্ধ) দ্বারাই হবে। তখন তোমরাও স্থাপনার কার্য জোর কদমে শুরু করবে, সাথে অন্যেরাও তখন এগিয়ে আসবে। যদিও তারা এখন তা বুঝতে পারবে না। তারা না এগোলে তারা তো রাজ্য-ভাগ্যই পাবে না। তোমাদের কাছে অনেক ভালো ভালো চিত্র রাখবে। যেমন - এটা সদ্গতির অর্থাৎ সুখ-ধামের। আরেকটা মুক্তি-ধামের। আর বুদ্ধি সহযোগে বোঝাতে হবে আমরা আত্মারা নির্বাণ-ধামের স্থায়ী-বাসিন্দা। সেখান থেকে আবার শব্দের জগৎ (স্থূল-বতন)-- এই ধরাধামে আসি। প্রকৃত অর্থে আমরা হলাম নির্বান-ধাম বাসী। এই অবিনাশী নাটকও রচিত হয়েছে ভারত-ভূমির নাট্যমঞ্চকে ঘিরে। তাই শিব-জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। বাবা স্বয়ং বলছেন -" এই যে এখন আমি এই ধরাধামে এসেছি, আবার আসবো আগামী কল্পের শেষে। ভারতই সেই স্বর্গ-ভূমি। খ্রীষ্টান ধর্ম-অবলম্বীরাও তাই বলেন যীশু-খ্রীষ্টের এত বর্ষ পূর্বে স্বর্গ-রাজ্য ছিল। অবশ্য যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই আবার তা হবে। তবে তো অবশ্যই নরক-বাসীদের বিনাশ ঘটিয়ে, স্বর্গ-বাসীদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা হতেই হবে। তোমরা সেই স্বর্গেরই বাসিন্দা হতে যাচ্ছো। এদিকে নরকের বিনাশও হয়ে যাবে। এ সব বুদ্ধি অবশ্যই থাকা উচিত তোমাদের। আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় (রুহানী) সন্তানদের নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা। ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) প্রত্যেকের প্রতিই শুভ ভাবনা রাখা উচিত। সবাইকেই তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। সত্যযুগের রাজধানীতে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, সেই অনুযায়ী প্রচেষ্টা করতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মানব মতকে ছেড়ে একমাত্র শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের প্রতি নেশা থাকতে হবে।

বরদান :- সহযোগের দ্বারা নিজেকে সহজ যোগী বানিয়ে নিরন্তর যোগী হও (ভব) সঙ্গমযুগে বাবার সহযোগী হওয়া -- এটাই হল সহজযোগী হবার বিধি। যার প্রতিটি সংকল্প, শব্দ আর কর্ম- বাবার এবং নিজের রাজ্য স্থাপনার কর্তব্যে সহযোগী হিসাবে থাকা, তাকেই জ্ঞানী, যোগী, নিরন্তর সেবাধারী বলা হয়। মনের দ্বারা সম্ভব না হলে শরীরের দ্বারা, শরীরের দ্বারা না হলে ধন-সম্পদের দ্বারা, তাতেও সম্ভব না হলে যে কার্যেই সহযোগী হতে পারো- তাতে সহযোগী হলে সেটাও যোগ। যেখানে তোমরা বাবারই হয়ে গেছো, সেখানে কেবল বাবা আর তুমি, তৃতীয় কেউ থাকবে না-- এর দ্বারাই নিরন্তর যোগী হওয়া যাবে ।

স্লোগান :- সঙ্গমযুগে সহন করার অর্থই হল মরা-- অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্য লাভ করা।